

## যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৯৪

১/ বিবিধ

আরবী

عليكم بهذه الشجرة المباركة زيت الزيتون فتداؤوا به فإنه مصحة من الباسور  
كذب

رواه الطبراني في " الكبير " ( 17 / 247 / 774 ) وعنه أبو نعيم في " الطب " ( 80 / 2 )  
حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثني أبي حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب  
عن أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعا

قلت: وهذا إسناد واه، قال الهيثمي في " المجمع " ( 5 / 100 ) : رواه الطبراني، وفيه  
ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح، ولكن ذكر الذهبي هذا  
الحديث في ترجمة عثمان بن صالح، ونقل عن أبي حاتم أنه كذب

قلت: قال ابنه في " العلل " ( 2 / 279 ) : سمعت أبي حدثنا عن يحيى بن عثمان عن  
أبيه عن ابن لهيعة عن زيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة مرفوعا بهذا الحديث  
قال أبي: هذا حديث كذب

وأقره الذهبي في " الميزان " ، وأشار إلى علته فقال: قال أبو زرعة: لم يكن عثمان يعني  
ابن صالح ممن يكذب، ولكن كان يكتب مع خالد بن نجيح، فبلوا به، كان يملي عليهم  
ما لم يسمعوا من الشيخ

وقال ابن أبي حاتم في ترجمة خالد بن نجيح من " الجرح والتعديل " ( 1 / 2 / 355 ) عن  
أبيه: كان يصحب عثمان بن صالح المصري وأبا صالح كاتب الليث وابن أبي مريم،  
وهو كذاب يفتعل الأحاديث ويضعها في كتب ابن أبي مريم وأبي صالح، وهذه

الأحاديث التي أنكرت على أبي صالح يتوهم أنها من فعله  
 قلت: فالظاهر أن خالدا هذا هو الذي افتعل هذا الحديث واستطاع أن يوهم عثمان ابن  
 صالح أنه كتبه عن الشيخ، وهو ابن لهيعة، وأما كيف تمكن من ذلك فإله أعلم به،  
 وابن لهيعة ضعيف الحفظ معروف بذلك، ومع هذا لم يحملوا في هذا الحديث عليه  
 كأنهم رأوا أنه مع ضعفه لا يليق به ذلك والله أعلم  
 وقد خفيت علة هذا الحديث على السيوطي فأورده في الجامع الصغير  
 فتعقبه المناوي في " شرحيه " بتكذيب أبي حاتم المتقدم، وقد ذكره السيوطي من قبل  
 مختصرا بلفظ: عليكم بزيت الزيتون فكلوه وادهنوا به، فإنه ينفع من الباسور ، وقال:  
 رواه ابن السني عن عقبه  
 زاد المناوي: ورواه عنه الديلمي أيضا  
 قلت: وسكتا عنه وظني أنه عنده بلفظ حديث الترجمة وإسناده فقد رأيت في "   
 الفردوس " (3 / 27 / 4054) بلفظ حديث الترجمة، ولم أراه في " الغرائب الملتقطة  
 من مسند الفردوس " لابن حجر العسقلاني، والله أعلم

বাংলা

১৯৪। তোমরা বরকতপূর্ণ যায়তুন গাছের তেল গ্রহণ কর এবং ঔষধ হিসেবে ব্যবহার কর, কারণ তা অশ্ব  
 রোগের আরোগ্যকারী।

হাদীসটি মিথ্যা।

এটিকে তাবারানী "আল-মু-জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১৭/২৪৭/৭৭৪) এবং তার থেকে আবু নু'য়াইম "আত-তিব্ব"   
 গ্রন্থে (২/৮০) উসমান ইবনু সালেহ সূত্রে তার পিতা হতে, তার পিতা ইবনু লাহী'য়াহ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/২৭৯) বলেনঃ আমার পিতা হতে শুনেছিঃ   
 তিনি ইবনু লাহী'য়াহ হতে উসমান ইবনু সালেহ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেনঃ এটি একটি   
 মিথ্যা হাদিস।

যাহাবী তার "আল-মীমান" গ্রন্থে এ কথাকে সমর্থন করে এটির কারণ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেনঃ আবু   
 যুর'য়াহ বলেছেনঃ উসমান মিথ্যুকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তিনি খালিদ ইবনু নাজীহ-এর সাথে হাদীস

লিখতেন। আর এ খালিদ তাদেরকে লিখে দিতেন সে সব কিছু যা তারা তাদের শাইখ হতে শুনেননি।

ইবনু আবী হাতিম “আল-জারহ ওয়াত তাদীল” গ্রন্থে (১/২/৩৫৫) খালিদ ইবনু নাজীহ-এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তার পিতা হতে নকল করে বলেছেনঃ তিনি (খালিদ) উসমান ইবনু সালেহ মিসরী, লাইস-এর কাতিব আবু সালেহ ও ইবনু আবী মারইয়াম-এর সাথে থাকতেন। তিনি একজন মিথ্যুক, হাদীস জাল করতেন এবং সেগুলো ইবনু আবী মারইয়াম এবং আবু সালেহ-এর গ্রন্থগুলোতে ঢুকিয়ে দিতেন। যে হাদীসগুলো আবু সালেহ হতে ইনকার করা হচ্ছে, ধারণা করা হচ্ছে সেগুলো তারই জালকৃত।

আমি (আলবানী) বলছিঃ স্পষ্ট ব্যাপার এই যে, এ হাদীসটি খালেদ কর্তৃক জালকৃত। তার পক্ষে উসমান ইবনু সালেহের মধ্যে সন্দেহ ঢুকানো সম্ভব হয়েছে যে, এটি তিনি তার শাইখ ইবনু লাহীয়াহ হতে লিখেছেন। কিন্তু সুযুতীর নিকট হাদীসটির কারণ লুক্কায়িতই রয়ে গেছে। ফলে তিনি “জামেউস সাগীর” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এজন্য মানবী তার সমালোচনা করেছেন।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5454>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন